বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা

২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০১১

২০১১-১২ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দ প্রস্তাব

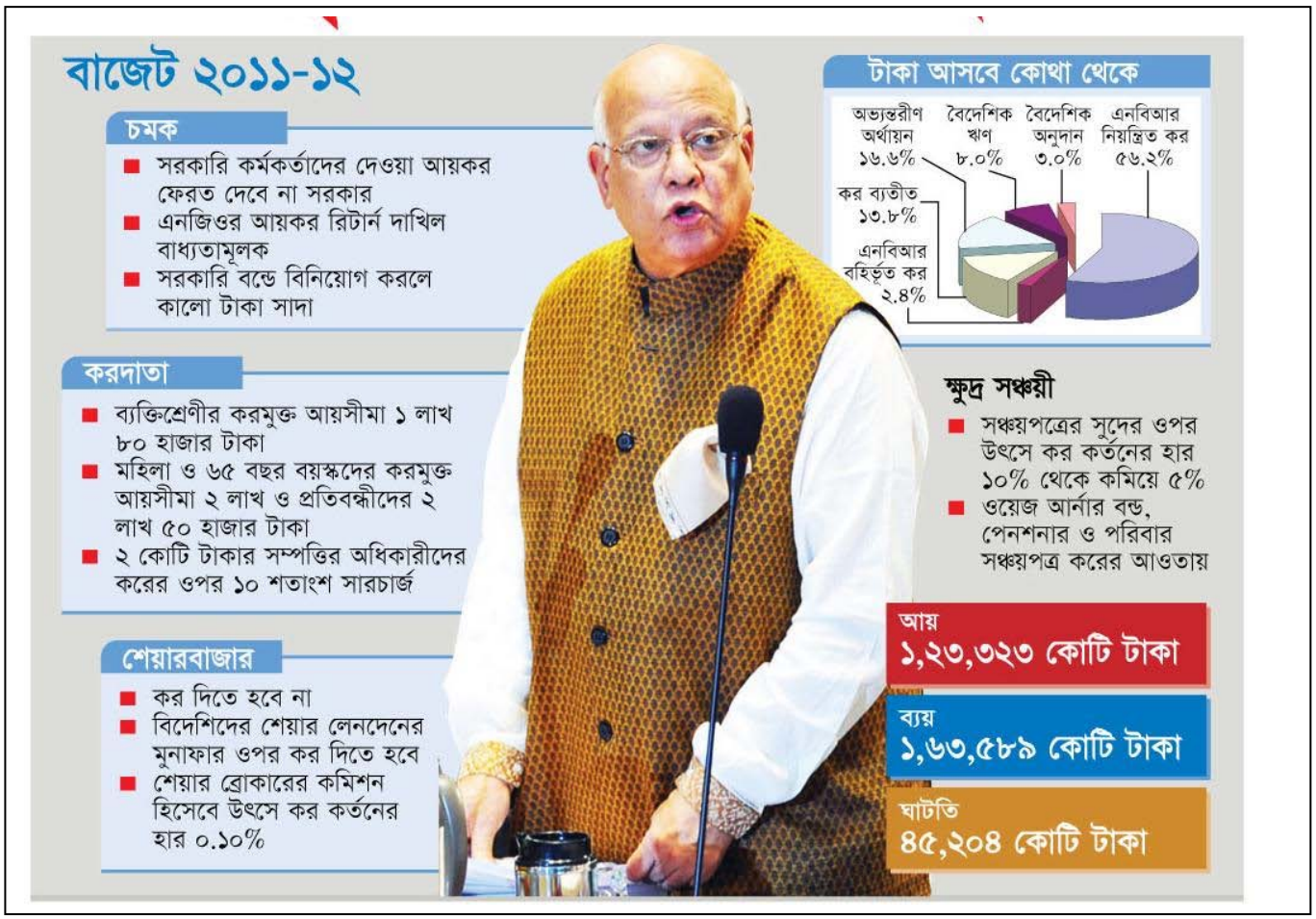

গণপ্রজাত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত গত ০৯ জুন ২০১১-১২ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট প্রস্তাব জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন| মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১,৬৩,৫৮৯ কোটি টাকা | বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় মন্ত্রী দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় বলেন যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের ক্ষমতায়নে এনজিও

কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে| অনুদান কার্যক্রমে বেসরকারী উদ্যোগে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের অংশীদারিত্বকে আরও বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে| এ লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আয় বিধায়ক তহবিলে (ঊহফড়সিবহঃ ঋঁহফ) ২০০৯-১০ পর্যন্ত প্রায় ১৫২ কোটি টাকা প্রদান করেছে|

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ১০ লক্ষ পরিবারের প্রায় ৫১ লক্ষ লোক সরাসরি উপকৃত হচ্ছে, যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা হবে| এ লক্ষ্যে এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও আইনগত দিকগুলো ঢেলে সাজানো হবে|

মৌচাষে সফলতা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহয়তায় বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব এপিকালচার (বিআইএ) নামীয় সংস্থা কুড়িগ্রাম জেলার সদর ও রাজারহাট উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলার মোট ৬টি ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে মৌচাষের মাধ্যমে গ্রামীণ পশ্চাৎপদ নারী ও পুরুষের আয় বৃদ্ধিমূলক ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে| সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে ৬/৫/২০০৯ তারিখে ২.৫ লক্ষ এবং ২০/৪/২০১১ তরিখে ২.৫ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে|

১ম কিস্তির অর্থে সংস্থাটি ১৪টি গ্রামে ৩০ জন নারী ও পুরুষকে ১৫দিন ব্যাপী মৌচাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করে| প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে ২টি করে মৌবাক্স এবং প্রতি ৫ জনের গ্রুপে ১টি করে মুখোশ, হাত মোজা ও সোয়ার্ম-নেট বিনামূল্যে প্রদান করা হয়| এছাড়া প্রতি ১০ জনের গ্রুপে ১টি করে মধু নিষ্কাশন যন্ত্র ও মৌচাষের উপযোগী ৩টি করে বৃক্ষের চারা (লিচু, জলপাই ও জাম) বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়| ৩ জন পুরুষকে মৌবাক্স তৈরির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়| প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৌচাষীদের নিয়ে মাসিক ও ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়| তাছাড়া ১টি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে| ২য় কিস্তির অনুদানে সংস্থাটি একই কাজ পরিচালনা করছে|

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৌচাষীরা বিআইএ-এর মাঠকর্মীর সহায়তায় বন্য কলোনী ক্যাপচার করে মৌচাষ করে আসছে| বর্তমানে ২৭টি মৌকলনী থেকে প্রায় ৩৯ কেজি মধু উৎপাদিত হয়েছে| মৌচাষীদের কলনীগুলো ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে| স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কৃষক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনার আয়োজন করা হয়| ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা মৌচাষের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও কৃষি জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিকসমূহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়|

দারিদ্র্য বিমোচনে মৌচাষ কর্মসূচি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে| স্বল্প পুঁজিতে মৌচাষ করে ৬০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে| মধু উৎপাদনের মাধ্যমে অন্যান্য কাজ-কর্মের পাশাপাশি অতিরিক্ত আয় করতে পারছে| সাধারণ মানুষ খাঁটি মধু পাওয়ার নিশ্চয়তা পাচ্ছে| ফলে পুষ্টির অভাব দূর হচ্ছে| মৌমাছি দ্বারা পরাগায়নের মাধ্যমে শস্য ও ফলফলাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে| মৌচাষের পাশাপাশি বৃক্ষ রোপনের ফলে গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পরিবেশ ভারসম্য বজায় বাখায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে|

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি

দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসরত মানুষ যারা অভাবের জন্য তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠাতে পারে না সেসব হতদরিদ্র শিশুদের শিক্ষা দানের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে 'আলোর দিশারী মহিলা সংস্থা' নামক সহযোগী সংস্থা রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলায় 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা দান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে|

সংস্থাটি গোয়লন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া, উজানচর ও দেবগ্রাম ইউনিয়নের মনির সরদার পাড়া, খালেক মন্ডল, নতুন পাড়া, উত্তর চর পচুরিয়া ও তেনপাড়া গ্রামে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে| ৫টি বিদ্যালয়ে প্রতি বছর ১৫০ জন অর্থাৎ প্রতি বিদ্যালয়ে ৩০ জন শিশুকে ভর্তি করা হয়| শিশুদেরকে পাঠদানের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ (বই, স্লে-ট, খাতা, কাঠ পেন্সিল, কলম ও পেন্সিল) বিতরণ করা হয়| ৫ জন শিক্ষক শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের ১ম/২য় শ্রেণীতে ভর্তির উপযোগী করে তোলেন| সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে ৬টি কিস্তিতে ১২ লক্ষ টাকা অনুদান গ্রহণ করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, অভিভাবক সভার মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালনা করছে|

শিক্ষা বঞ্চিত দরিদ্র শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে| অভিভাবক সভার মাধ্যমে অভিভাবকরা শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন এবং অপুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে| ফলে শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাচ্ছে| অন্যান্য শিশুরা শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী হচ্ছে| ফলে জন শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে|

নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের'আর্থিক সহয়তায় যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে ১২টি গ্রামে কাজ করছে 'অশ্রুমোচন দুঃস্থ মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা'| সংস্থাটি বিএনএফ থেকে ২টি কিস্তিতে ২ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়ে ৯০ জন দুঃস্থ মহিলাকে স্বল্প মেয়াদী দর্জি প্রশিক্ষণ, নকশী কাঁথা তৈরী প্রশিক্ষণ ও পাট জাত দ্রব্য তৈরী প্রশিক্ষণ প্রদান করে|

সংস্থাটি ৩০ জন দুঃস্থ মহিলাকে দর্জি প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রত্যেককে বিনামূল্যে ১টি করে কাঁচি, পেন্সিল, ফিতা, চক ও পরিমাণমত কাগজ, কাপড়, সুতা প্রদান করে| ৪০ জন দুঃস্থ মহিলাকে নকশীকাঁথা তৈরী প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে সুঁচ, ফ্রেম এবং পরিমাণমত কাপড়, কাগজ, সুতা ও অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়| তাছাড়া ২০ জন দুঃস্থ মহিলাকে পাটজাত দ্রব্য তৈরী প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান করা হয়|

দর্জি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু মহিলা বর্তমানে মহিলা ও শিশুদের বিভিন্ন ধরনের জামা কাপড় তৈরীর কাজ করছেন|

নকশীকাঁথা ও সুচিশিল্পের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের অনেকেই নকশী কাঁথা তৈরি এবং হাতের কাজের মাধ্যমে বিছানার চাদর, বালিশের কাভার, টেবিল ক্লথ, মেয়েদের শালওয়ার কামিজ, ওড়না, শিশুদের ফ্রক, টেপ ইত্যাদিতে বিভিন্ন ফুল, ফল, গাছপালা, পাতা এবং নানা রংয়ের ডিজাইন করছেন| পাটজাত দ্রব্য তৈরির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের কেউ কেউ পাটের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের রশি, ছিকা, পুতুল ইত্যাদি তৈরী করছেন|

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন মহিলা পাড়া প্রতিবেশীদের বিভিন্ন ধরনের জামা কাপড় তৈরি করে মজুরী হিসেবে অর্থ উপার্জন করে নিজ নিজ সংসারে খরচ করছেন| নকশী কাঁথা ও সুচিশিল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা কাঁথা, চাদর তৈরি ও বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ করে কম বেশী কিছু উপার্জন করছেন| ফলে সমাজে দুঃস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচেছ| তাছাড়া অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি, নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাঁদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পড়াশুনা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে| বর্তমানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের তৈরি নকশী কাঁথা, চাদর, পাটজাতদ্রব্য ও হাতের কাজ বিভিন্ন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হচ্ছে|

ছালেহা বেওয়ার সাফল্য কাহিনী

সহায় সম্বলহীন এক নারীর নাম ছালেহা বেওয়া, পেশায় গৃহিনী| তাঁর ২টি বিবাহ যোগ্য মেয়ের মধ্যে একজন প্রতিবন্ধী| স্বামী হারানো এবং সংসারে অভাবের কারণে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়েন| নিজের জায়গা জমি নেই| সংসারে আয় রোজগারের তাঁর কোন সামর্থ্যও ছিল না| দু'টি সন্তান নিয়ে খুবই অসহায় ও দুর্দিনে পড়ে যান| অন্যের বাড়ীতে বুয়ার কাজ করে এক পর্যায়ে সেখানেও তাঁর স্থান হয় না| অবশেষে বিধবা দিশেহারা, অসহায় ও সম্বলহীন ছালেহা বেওয়া 'অরিডার' সংস্থার সহায়তায় সিরাজগঞ্জ জেলার উল-াপাড়া উপজেলার এনায়েতপুর গুচ্ছগ্রামে সরকারী অর্থায়নে তৈরি আশ্রায়ন প্রকল্পে .০২ শতক জমির উপর নির্মিত একটা বাড়ী পান|

তিনি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর সহায়তায় অরিডার সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত "ছাগল পালনের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য বিমোচন" প্রকল্পের অন্ত র্ভুক্ত হন এবং ৭ দিন ব্যাপী ছাগল লালন-পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন| তিনি প্রশিক্ষণ শেষে বিনামূল্যে ব-্যাক বেঙ্গল জাতের ১টি উন্নত ছাগল পান| ২ বছরে ৬ মাসে ১টি ছাগল থেকে তাঁর ৮টি ছাগল হয়েছে| বর্তমান বাজারে ৮টি ছাগলের মূল্য প্রায় ৪০,০০০/- (চলি-শ হাজার) টাকা|

ইতোপূর্বে মেয়েদের বিয়ের প্রস্তাব আসে কিন্তু আর্থিক অভাবের কারণে বিয়ে ভেঙ্গে যায়| বর্তমানে ছাগল পালনের মাধ্যমে তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে| ছাগল বিক্রির অর্থ দিয়ে তিনি তাঁর মেয়েদের বিয়ে সম্প ন্ন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন| তাঁর হৃদয়ে জেগে উঠে সুস্থ্য ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন| তিনি খুঁজে পেয়েছেন আয় রোজগারের পথ| ছালেহা বেওয়ার ইচ্ছা এ ছাগল বিক্রির অর্থ দিয়ে তাঁর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন|

প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

প্রতিবন্ধীদের আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সহায়ক উপকরণ সরবারাহ করে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহয়তায় রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার জংগল ও নারুয়া ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে কাজ করছে ‘সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা’ নামক সহযোগী সংস্থা| সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে ৪টি কিস্তিতে ৬.৫ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে| বর্তমানে কার্যক্রমটি চলমান আছে|

এনজিওটি কর্ম এলাকায় ব্যাপক জরিপ চালিয়ে প্রতিবন্ধীদের তালিকা প্রস্তুত করেছে| এসব প্রতিবন্ধীর সবাই অতি দরিদ্র পরিবারভুক্ত| ফলে পরিবারের কাছে তারা অভিশাপ স্বরূপ| প্রাথমিক পর্যায়ে ৮০ জনকে বাছাই করে তাদেরকে ৫দিনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়| তাঁদের মধ্যে বিনামূল্যে ৮টি হুইল চেয়ার, ২৬টি ক্রাচ, ৩০টি সাদা ছড়ি এবং ২৬টি চশমা প্রদান করা হয়| ২য় পর্যায়ে আরও ৮০ জন প্রতিবন্ধীকে তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়| হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী ৪ জন শারীরিক প্রতিবন্ধীকে ক্ষুদ্র মুদি দোকান ব্যাবসার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিনামূল্যে মালামাল প্রদান করা হয়| ক্রাচ ব্যবহারকারী ৮ জনকে মৎস্য চাষ ও সব্জি চাষের উপর প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে মাছের পোনা, সব্জি বীজ এবং কীটনাশক প্রদান করা হয়| সাদা ছড়ি ও চশমা ব্যবহারকারী ২৮ জনকে ছাগল ও হাঁস-মুরগী বিতরণ করা হয়|

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে জ্ঞান, দক্ষতা ও মেধার বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে এবং যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে| প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে কু-সংস্কার ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে শুরু করেছে| প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের পরিবার দরিদ্র থেকে উত্তরণের পথে যাচ্ছে|

প্রতিবন্ধীদের মধ্যে আয়বর্ধক সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সৈয়দা সাহানা বারী| আরও উপস্থিত ছিলেন বালিয়াকান্দির উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব এটিএম মাহবুব-উল করিম এবং জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ| প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাগ্য উন্নয়ন অত্র সংস্থার কার্যক্রম বিশাল ভূমিকা রাখবে| তিনি এই উদ্যোগকে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করেন | তিনি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশাংসা করেন|

মাশরুম চাষে সাফল্য

জয়পুরহাট জেলার অঙ্গীকার নামক এনজিওটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে অনুদান গ্রহণ করে জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ৮টি

গ্রামে দরিদ্র, কর্মহীন ও উদ্যমী নারীদের নিয়ে ‘মাশরুম চাষ’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে সংস্থাটি ২৪/৬/২০০৯ তারিখে ১ম কিস্তিতে ২ লক্ষ টাকা অনুদান পায় এবং ২৫/৫/২০১১ তারিখে ২য় কিস্তি অনুদান পেয়েছে|

১ম কিস্তির অনুদানে এনজিওটি ২০০ জন গ্রামীণ নারীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাশরুম চাষ, মাশরুম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, মোড়কিকরণ ও বাজারজাতকরণ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে| প্রত্যেককে মাশরুম বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে| তাছড়া প্রতিটি গ্রামে প্রদর্শনী ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে যা দেখে গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ মাশরুমের গুণাগুণ, চাষাবাদের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে| স্বল্প শ্রমে পারিবারিক ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আধুনিক পদ্ধতিতে মাশরুম সংগ্রহ ও মোড়কিকরণ করে বাজারজাতকরণ ও মাশরুমের রকমারী ব্যবহার সম্পর্কে জেনে একদিকে অনেকেই মাষরুম চাষে আগ্রহী হচ্ছেন আবার এলাকায় ভোক্তাও সৃষ্টি হচ্ছে|

মাশরুমকে জনপ্রিয় করে তুলতে এবং ভোক্তা সৃষ্টি সহ বাজারে চাহিদা বাড়ানোর জন্য স্থানীয় ডাক্তার, জনপ্রতিনিধি (যেমন: চেয়ারম্যন, মেম্বার ও মসজিদের ঈমাম) এবং তরকারী ব্যবসায়ীদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়| অনুদানের ২য় কিস্তির অর্থে একই কার্যক্রম চলমান আছে|

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ মহিলাদের মাশরুম চাষের মাধ্যমে পুষ্টির উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি (বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি) হচ্ছে| গ্রামের মহিলারা মাশরুমের ঔষধি গুণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করছেন, যেমন, মাশরুম খেলে ডায়বেটিস, কোলেস্ট্রল, হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপের মত রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় আবার দাঁত ও মাড়ির গঠন, রক্তশূণ্যতা, আমাশয়, পেটের পীড়া, কিডনী, জন্ডিস ইত্যাদি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়| মাশরুম চাষ প্রকল্পটি এলাকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে| বর্তমানে প্রকল্পটি চলমান আছে|

ভাগ্য পরিবর্তনে মালেকা ও তহমিনা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগীতায় তবকপুর উন্নয়ন সমাজ কল্যাণ সংস্থা নামক সহযোগী সংস্থা হাঁস ও মুরগী পালন কর্মসূচির মাধ্যমে কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার তবকপুর ইউনিয়নের বামনাছাড়া ও তবকপুর জকরিয়া পাড়া গ্রামের তহমিনা বেগম ও মালেকা বেগম তাদের দরিদ্রতাকে জয় করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করছেন|

তহমিনা বেগমের বাড়ি বামনছড়া নয়া গ্রামে| স্বামী ও সন্তানাদি নিয়ে খুবই কষ্টে তিনি দিন যাপন করছিলেন| স্বামী দিন মজুর হওয়ায় সামান্য আয় করে তা দিয়ে সকলের পেটের ভাত জোটাতে পারতেন না| আর্থিক অনটনের কারণে তাঁরা সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাতে পারেননি| তহমিনা নিজে কাজ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোন কাজ পাননি | কারণ গ্রামের সবাই গরীব| তাঁকে কে কাজ দিবে| তাঁর দিন কাটছিল হতাশায়| এমন সময় ২০০৮ সালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে তবকপুর উন্নয়ন সমাজ কল্যাণ সংস্থা দেশী হাঁস ও মুরগী পালনের মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে| তহমিনার বাস্তব জীবনযাত্রার চিত্র দেখে সংস্থাটি তাকে এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে| তারই প্রেক্ষিতে ২৮/০৭/২০০৮ তারিখ থেকে ২৯/০৭/২০০৮ তারিখ পর্যন্ত ২ দিনের হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ে তাঁকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়| ২০/০৮/২০০৮

তারিখে তাঁর হাতে ২টি হাঁস ও ৫টি দেশী মুরগী প্রদান করা হয়| এই হাঁস ও মুরগী দিয়ে তাঁর নতুন অধ্যায় শুরু হয়| কিছুদিন পর হাঁস-মুরগীগুলো প্রতিদিন ৪/৫টি ডিম দিতে থাকে| সেই ডিম কিছু জীবিকা নির্বাহের জন্য বিক্রি করেন এবং বাকী ডিম দিয়ে বাচ্চা ফোটানোর ব্যবস্থা করেন| এক পর্যায়ে তাঁর প্রায় ৫০টি হাসঁ-মুরগী বড় হয়ে যায়| পরে সেগুলো বিক্রি করে একটি ছাগল ক্রয় করেন| ছাগলটি ৩ মাস পর এক সঙ্গে ৩টি বাচ্চা দেয়| বর্তমানে তাঁর বাড়ীতে ৩০টি হাসঁ-মুরগী ও ১০টি ছাগল রয়েছে| তাঁর বাড়ি হাসঁ-মুরগী ও ছাগলের খামারে পরিণত হয়েছে| তহমিনার সংসারে বর্তমানে কোন অভাব নেই| তাঁর পরিবারের পুষ্টির চাহিদাও পুরণ হচ্ছে| ছেলে মেয়ের লেখা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে| তাঁকে অনুসরণ করে গ্রামের অনেকেই হাসঁ-মুরগী পালন করতে শুরু করেছে|

তবকপুর ইউনিয়নের তবকপুর জকরিয়া পাড়া গ্রামের বাসিন্দা মালেকা বেগম| বৃদ্ধ স্বামী কোন কাজ করতে পারে না, নিজেও বয়সের ভারে ন্যুব্জ| নিজেরা ভারী কোন কাজ করতে পারেন না | তাই মাঝে মাঝে তাঁদের না খেয়ে থাকতে হয়| ছেলে মেয়েরা নিজেদের সংসার চালাতে হিমশিম খায়| বৃদ্ধ স্বামী ও নিজেকে নিয়ে তিনি খুবই ভাবনার মধ্যে ছিলেন|

এরূপ পরিস্থিতিতে মালেকা বেগমের সাথে দেখা হয় তবকপুর উন্নয়ন সমাজ কল্যাণ সংস্থার সম্পাদকের সাথে| মালেকা বেগম তাঁকে একটি কাজের ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করেন| তিনি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে দেশী হাঁস ও মুরগী পালনের মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশিক্ষণের জন্য তাঁকে তালিকাভুক্ত করেন| মালেকা বেগম উক্ত সংস্থা থেকে ২ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন|

প্রশিক্ষণ শেষে তাঁর হতে তুলে দেয়া হয় ২টি হাঁস ও ৫টি মুরগী| পর্যায়ক্রমে হাঁস মুরগীগুলো ডিম দিতে থাকে| কিছু ডিম বিক্রি করে তিনি তাঁর সংসার চালান এবং বাকী ডিম থেকে বাচ্চা ফুটান| বাচ্চা বড় হলে তা বিক্রি করে ১,৬০০ টাকা দিয়ে বাচ্চাসহ একটি ভেড়া কেনেন| তার স্বামী ভেড়া দেখাশুনা করেন| ভেড়ার বাচ্চাটি বর্তমানে বড় হয়েছে| বর্তমানে তার বাড়ীতে ১৬টি হাঁস ও বাচ্চা সহ ৫০টি মুরগী

আছে| তাঁর সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে| মালেকা এখন আগের চেয়ে অনেক সুখে আছেন| গ্রামের অনেকেই হাঁস-মুরগী পালনের জন্য তাঁর পরামর্শ নেয়ার জন্য আসেন|

মাদক বিরোধী প্রচারণা

মাদক একটি মরণ নেশা| এ নেশা ব্যক্তি ও সমাজকে প্রথমে কলুষিত করে এবং পর্যায়ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়| বিশেষতঃ ছাত্র ও যুব সমাজ এ নেশার প্রধান শিকার| সকলে সমবেত হয়ে মাদকের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে সামাজিক আন্দোলন| এই নৈতিক দায়িত্বকে সামনে রেখে 'দীপ সংস্থা' বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেনের আর্থিক সহযোগীতায় সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলায় 'মাদক প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদক পাচার প্রতিরোধ' বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে|

দীপ সংস্থার আয়োজনে সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ প্রকল্পে প্রচারনামূলক জারীগান পরিবেশনা।

বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর| সে সুবাদে এদেশের মানুষেরা অনেক বিষয়ে পিছিয়ে আছে| অজ্ঞতার কারণে একটি সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসংখ্যা নানাভাবে নেশাগ্রস্থ হচ্ছে| দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় সাতক্ষীরা জেলায় মাদকাসক্তের হার আশংকাজনক| সীমান্তবর্তী হওয়ায় দুষ্ট লোকেরা এখান থেকে মাদক পাচারের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে| সংস্থাটি মাদক প্রতিরোধ ও মাদক পাচার রোধে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয়দের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে|

সংস্থাটি সকল পর্যায়ের মানুষকে মাদকের মরণ ছোবল থেকে রক্ষা করা এবং মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আপামর জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের সমন্বয়ে ২টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে| উপস্থিত অতিথিরা মাদক বিরোধী বিভিন্ন বক্তব্য দেন এবং প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন| সর্বস্তরে মাদক নির্মূলের লক্ষ্যে সামাজিক উদ্যোক্তা, ইউনিয়ন মাদক প্রতিরোধ ও ওয়ার্ড মাদক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়| মাদকের কুফল ও মাদক প্রতিরোধের লক্ষ্যে জারি গান পরিবেশন ও মাদক বিরোধী নাটক প্রদর্শন করা হয়| তাছাড়া মাদক বিরোধী প্রচারণার জন্য ১৫০ জনকে প্রশিক্ষণ, স্কুল ও কলেজ ক্যাম্পেইন ও উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়|

প্রকল্প এলাকায় মাদক প্রতিরোধ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে| মাদকের কুফল সম্পর্কে জনগণ স্পষ্ট ধারণা লাভ করছে| মাদকসেবী ও মাদক পাচারকারী চিহ্নিতকরণে

জনগণ কৌশলী হচ্ছে| তারা নিজ সন্তান ও পরিবারের প্রতি সচেতন হচ্ছেন| মাদক পাচারের প্রতিকারে করণীয় ও আইনগত দিক সম্পর্কে মানুষ স্পষ্ট ধারণা লাভ করছে|

ক্যামেরাইনে অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

কর্ম এলাকার উপকারভোগীরা মাদক পরিহার বিষয়ে শিক্ষা লাভের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সমাজে অনেকটা সুস্থতা ফিরে আসতে শুরু করেছে| কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ৭৫টি পরিবার সরাসরি উপকৃত হয়েছেন এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১০০০ জন মাদক বিষয়ে সচেতন হয়েছে, যা অদূর ভবিষ্যতে দারিদ্য বিমোচনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়|

বিএনএফ এর পরিচালনা পরিষদের ৫২তম সভা

গত ২০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন- এর সভা কক্ষে পরিচালনা পরিষদের ৫২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়| এতে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস| সভায় ফাউন্ডেশনের ৫১তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়| ৫২তম সভায় অনুদান বিতরণ কার্যক্রম পর্যালোচনা ছাড়াও ফাউন্ডেশনের একজনকে মনিটরিং উপদেষ্টা হিসেবে তালিকাভুক্তি এবং দু'জন সিনিয়র নির্বাহী অফিসারের চুক্তির মেয়াদ পরবর্তী এক বছরের জন্য বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়|

সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন

বাংলাদেশ এনিজও ফাউন্ডেশনের সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী অধ্যাপক কে অন্তর্ভুক্ত করত ১৮ জনের পরিবীক্ষণ টিম গঠন করা হয়েছে| তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শনের পর এনজিওর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অফিস ব্যবস্থাপনা ও অনুদানের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করত সংশি-ষ্ট এনজিও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে ফাউন্ডেশনের নিকট প্রতিবেদন দেন| বর্ণিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশন পরবর্তী কিস্তি প্রদান অথবা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে| এ যাবৎ ৭৩১টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণ করা হয়েছে| তন্মধ্যে ৮০টি সহযোগী সংস্থাকে দ্বিতীয়বার পরিবীক্ষণ করা হয়েছে| ৭৩১টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণের ফলাফল নিম্নের চিত্র থেকে সুস্প ষ্ট হবে|

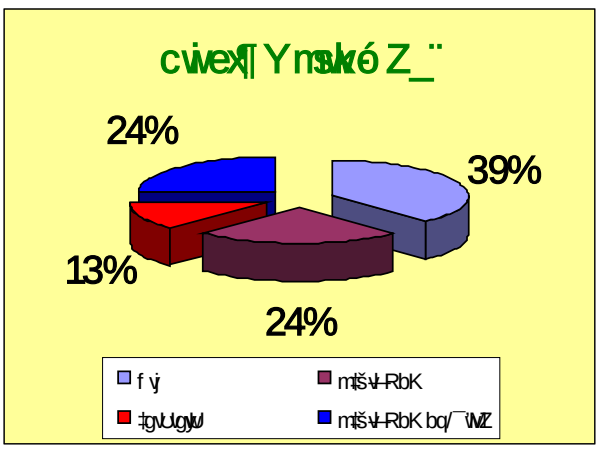

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের জুনিয়র নির্বাহী অফিসার (আইটি) পদে যোগদান|

গত ১৬ মে ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের জুনিয়র নির্বাহী অফিসার (আইটি) পদে জনাব মোঃ লিয়াকত মোস্তফা যোগদান করেছেন|

চেক বিতরণ

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে সাধারণত: ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান উপস্থিত থেকে সহযোগী সংস্থার মধ্যে চেক বিতরণ করেন| তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে চেক বিতরণ করা হয়|

**m¤úv`bvq I cÖKvkbvq t** gyn¤§` Avey Zv‡ni Lvb, e¨e¯
(weGbGd), 53, gnvLvjx ev/G

গত এপ্রিল ২০১১ হতে জুন ২০১১ তারিখ পর্যন্ত ৬টি সভায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স রুমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ কিস্তিতে ১০৩টি এনজিও-কে চেক প্রদান করা হয়| চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত থেকে এনজিও-র প্রধান নির্বাহীদের নিকট চেকগুলো হস্তান্তর করেন|

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) প্রায় ৬ বছর যাবৎ দেশের ছোট ও মাঝারী আকারের এনজিও এবং সিবিওদের অনুদান প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করছে| এসব কার্যক্রমের আওতায় কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি সরবরাহ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন, উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, মাদক, শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, যৌতুক, বাল্য ও বহু বিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে| বিএনএফ এবং এর সহযোগীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশের দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে| এ সব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা গত জানুয়ারি-মার্চ-২০১১ সময়কালের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তার চলতি সংখ্যা সম্পর্কে সকলের পরামর্শ ও মন্তব্য পেলে আগামীতে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে|